রাধারাণী পিকচারের

শ্রেয়সী

রাধারাণী পিকচার-এর নিবেদন

শ্রেয়সী

কাহিনী—**সুবোধ ঘোষ** | প্রযোজনা—**কার্ত্তিক বর্মণ**

পরিচালনা—**শ্যাম চক্রবর্ত্তী** | সুরসৃষ্টি—**রবীন চট্টোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য—দেবনারায়ণ গুপ্ত | সম্পাদনা—রবীন দাস।

গীত রচনা—প্রণব রায়। | রূপ সজ্জা—শৈলেন গাঙ্গুলী (এ্যাঃ)।

চিত্র গ্রহণ—বিজয় ঘোষ। | শিল্প নির্দেশনা—সুনীল সরকার।

শব্দ ধারণ—শিশির চ্যাটার্জি। | ঐক্যতান—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা।

কর্মসচিব—কমল সেন। | স্থির চিত্র—ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী।

ব্যবস্থাপনা—মান্নু ভট্টাচার্য্য। | পরিচয় লিখন—দিগেন ষ্টুডিও।

প্রচার—ধীরেন মল্লিক। | পট শিল্পে—কবি দাশগুপ্ত।

নৃত্য পরিচালনা—**সবিতা চট্টোপাধ্যায়** (বম্বে)

রূপায়ণে

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বম্বে), কমল মিত্র, রাজলক্ষ্মী (বড়), পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মা দেবী, তরুণকুমার, ভারতী দেবী (অতিথি) অসিতবরণ, দীপিকা দাস, অনুপকুমার, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, **দুলী** বর্মণ, শম্ভু দে, অসিত তরফদার, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, নিতাই বর্মণ, মণি চট্টোপাধ্যায়, গৌর চক্রবর্তী, শ্রীমান অরূপ ও আরও অনেকে।

সহযোগিতায়

পরিচালনায়—বিজন চক্রবর্ত্তী, প্রশান্ত সরকার ও শম্ভু দে। | চিত্র গ্রহণে—পঙ্কজ দাস।

শব্দ গ্রহণে—জগৎ দাস। | সম্পাদনায়—সুনীল ব্যানার্জি।

সাজ সজ্জায়—দাশরথি দাস। | ব্যবস্থাপনায়—দুঃখীরাম নায়েক।

পট শিল্পে—রবি দাশগুপ্ত, প্রবোধ ভট্টাচার্য

নেপথ্য সঙ্গীতে : **সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল-ম্যানেজমেণ্ট। শ্রীহরিদাস ভদ্র। পি, এন্, রায়। সি, এল থৈতান। অটো ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ। সুর ইণ্ডাষ্ট্রিস্ (সুর ফ্রিজ)। ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড। শ্রীচন্দ্রমাধব মুখোপাধ্যায়।

কাহিনী

তালপুকুর নামেই কিন্তু ঘটি ডোবে না। রসিকপুরের রাজবাড়ী। একটা প্রাণহীন জীর্ণতার এক বিরাট স্তূপের মত পড়ে আছে এই রসিকপুরের রাজবাড়ী। এই অভিশপ্ত রাজবংশেরই বংশধর মিথ্যাচারী কমল বিশ্বাস আজ বড়ো বেশী চিন্তিত। সাত পুরুষ আগেকার সেই বিরাট সৌভাগ্যের কণামাত্রও আজ আর নেই। এমন কি উপার্জ্জনের শেষ সম্বল স্কুল মাষ্টারিও বুকের ব্যথার জন্য তাঁকে হারাতে হয়েছে। শুধু পুরানো গল্পকথাই আজ তাঁর সান্ত্বনা। রাজবাড়ীর একটা থামের নীচে সোনার ইট আছে এই গল্পকথাই আজ তাঁর একমাত্র চাতুরী। এবং ঐ চাতুরীকেই কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর ছেলে অতীনের সঙ্গে এক বিরাট ব্যবসায়ী রামকানাই বাবুর ভাগ্নী কেতকীর বিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য যৌতুকের টাকা ও গহনায় নিজের মেয়ে বাসনাকে সুপাত্রে দান করবেন।

কিন্তু পুত্র অতীন মনে মনে ব্যারিষ্টার কন্যা, অতি আধুনিকা প্রখ্যাত নৃত্য-শিল্পী কাজরীকেই নিজের পাশে পাবার জন্য স্থির করে রেখেছে। কিন্তু কমল বিশ্বাস যখন ছেলেকে জানান এ বিয়ে না হলে বাসনার বিয়ে অসম্ভব তখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও কেবল কুচক্রী পিতাকে কন্যাদায় মুক্ত করার জন্যই কেতকীকে সে বিয়ে করে। বুদ্ধিমতী কেতকীর একথা বুঝতে বেশীদিন

লাগে নি। সমাজের বিচারে কেতকীকে সব মেনে নিতে হল। কিন্তু কেতকীর স্বামী অতীন কিছুতেই এ বিয়ে মেনে নিতে রাজী নয়। কাজরী

চৌধুরীর মত মেয়ে যাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে—সেই সুন্দর মুখের ছবি—যার সারা সত্তাটাকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রয়েছে, সেই অতীনের পক্ষে এই বিবাহের কোন অর্থ নেই—কোন যুক্তি নেই। তাই একদিন সত্যি সত্যি অতীন কেতকীর মাথার সিঁদুর মুছে দিলে বিশ্বাস বাড়ীতে—আর সঙ্গে নিয়ে গেল কেতকীকে দিয়ে সই করান বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন পত্র। যথাসময়ে বিচ্ছেদও পড়ল ঐ বিবাহে—আইনতঃ। আর দিন দেখে অতীন কাজরীকে বিয়ে করে সাহেব পাড়ার এক ফ্ল্যাটে নতুন করে ঘর বাঁধল।

কালের কালগ্রাসে রসিকপুরের রূপ বদলাতে সুরু করে। কুচক্রী কমল

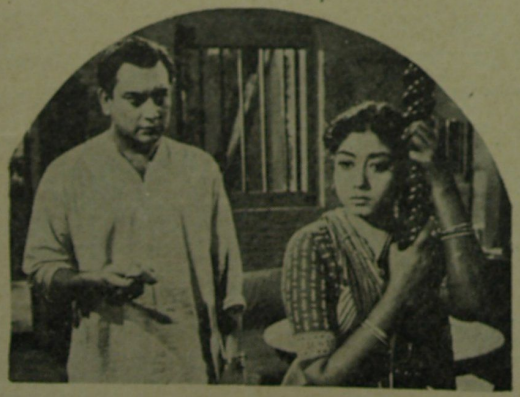

বিশ্বাস আজ রীতীমত বিব্রত। যে কেতকীকে সে ঠকাতে চেয়েছিল—সেই কেতকীই শ্বশুর-শাশুড়ীর আজ একমাত্র সম্বল। কেতকী চাকরী করে—

টিউশনী করে—সংসার চালায়। কেতকীর আজ দায়িত্ব অনেক তার সন্তানকে বড়ো করতে হবে। যে সন্তানের পরিচয় আইনের চোখে আজ অন্যরকম—সেই সন্তান আজ কমল বিশ্বাসের বংশেরই বংশধর। অতীনের নিতান্ত অনিচ্ছার দান—এই সন্তান।

কেতকী, অতীন, কাজরী আর কেতকীর সন্তান। অতীন কি কাজরীকে নিয়ে সংসার বাঁধবে না ফিরে আসবে তার স্ত্রী কেতকী ও সন্তানের কাছে? কেতকীর কথা কি ভগবান শুনবেন?

এর জবাব দেবে রূপালী পর্দা।

(১)

ফুলেরি এ বাজুবন্দ খুলে খুলে যায়
মিনতি তোমায় শ্যাম ছুঁয়ো না আমায়
গোকুলে কি রাধা ছাড়া নেই কুলনারী
যাও, যাও পথ ছাড়ো ও গিরিধারী
তোমার ও দুটি চোখে
লুকানো যে ফুলবান
ওগো শ্যাম মোর পানে চেয়োনা
নিও না রাধার মন নিলাজ পাষাণ,
নারী হয়ে পাষাণে কি মন দিতে পারি,

(২)

দোল দোল দোল
আকাশের চাঁদ বুঝি আজ
ভরল মায়ের কোল
কুড়িয়ে পেলাম একটি মানিক
দুখের সাগর তীরে,
এ মানিক রেখেছি তাই
বুকের আঁচল ঘিরে।
তুল্ তুল্ তুল্ রাঙা হাতে
তাই তাই তাই,
সাত রাজ্যের রাজার ঘরেও
এমন মানিক নাই।
হাটি হাটি পা পা
হাটি হাটি পা
ও ফাগুন এই পথে আজ
ফুল ছড়িয়ে যা,
আর জনমে ছিলি কি তুই
দুষ্ট ননী চোরা
মায়ের সাথে দুষ্টুমিতে
নেই যেন তোর জোড়া ॥
বুক জুড়ানো তুই রে
বুক জুড়ানো তুই
দেবতার প্রসাদী ফুল ভোরের
ফোটা জুঁই রে ভোরের ফোটা যুঁই ॥

(৩)

তখন লবকুশেরে নিয়ে
সেই অযোধ্যাতে গিয়ে
রাজসভাতে দেখা দিলেন
বাল্মিকী ঠাকুর
রামায়ণের গান অমৃত সমান।
লবকুশেরে গাইতে বলে
বীণায় দিলেন সুর।
তারা কচি মধুর স্বরে,
গানের পালা সুরু করে।
শুনতে থাকেন রঘুমণি
সিংহাসনে বসে,
বলে মা আমাদের সীতা,
সে যে জনক দুহিতা,
বনবাসে দিলেন পতি
তাকে বিনা দোষে।
ব্যথা কারে বা জানাই
পিতা থেকেও মোদের নাই ;
পিতা হয়ে আজকে তুমি
বিচার কর রাজা।
আহা মোদের দুখিনী মা
দুখের নাই সীমা
বিনা দোষে কেন গো তার
হল এমন সাজা।
শুনে রামের আঁখি ঝরে
পলক যে তার নাহি পড়ে,
সীতার ছবি দেখতে পেলেন
লব কুশেরি মুখে।
দুটি চোখের জলে ভেসে,
আপনি কাছে এসে
হারানিধি আদর করে
তুলে নিলেন বুকে ॥

(৪)

চেনা চেনা চোখ দুটি কতবার
কতবার দেখেছি যে বল
বলো বলো বলো তুমি কে
তুমি যে প্রাণে দিলে দোলা
তোমায় আমায় দেখা
কোথায় বল কোথায়
তোমায় আমায় দেখা
হয় তো সবুজ দ্বীপে
নীল সাগরের কিনারে
প্যারী না ইটালী আজ মনে নেই
কোন এক হোটেলের ডিনারে ॥

বহুজন সুখায়

নর্মদা চিত্রর পক্ষে ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক ৩২এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।